15

দৈনিক খবর

তারিখ 18 SEP 1991
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

22

চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ

অব্যাহত সন্ত্রাসী কার্যকলাপের জন্য চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। গত ১৫ই সেপ্টেম্বর সকাল ৮টা থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের হোস্টেল ত্যাগের নির্দেশ দেয়া হলে তারা হোস্টেল ছেড়ে চলে গেছে। পত্রিকার খবর অনুযায়ী গত বৃহস্পতিবার থেকে দু'টি ছাত্র সংগঠনের মধ্যে সংঘর্ষ চলতে থাকায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়, ফলে কর্তৃপক্ষ অনির্দিষ্টকালের জন্য কলেজ বন্ধ ঘোষণা করতে বাধ্য হন। জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ও ছাত্রলীগ (শা-অ) এ পরিস্থিতির জন্য দায়ী বলে জানা গেছে।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘকাল ধরে যে অরাজক পরিস্থিতি বিরাজ করছে তার জের চট্টগ্রামের পরিবেশকেও কলুষিত করতে শুরু করেছে। চট্টগ্রামে অনেকগুলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সংঘর্ষ ও হানাহানির খবর পাওয়া যাচ্ছে। আর এসব সংঘর্ষে রিভলবার ও হাতবোমা হরদম ব্যবহৃত হচ্ছে। সন্ত্রাসী তৎপরতার জন্য দেশের কতিপয় বিশ্ববিদ্যালয়সহ প্রায় শতাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রয়েছে। যেগুলো মোটামুটি চালু আছে সেখানেও মাঝে-মধ্যে সংঘর্ষ যে ঘটছে না, তা নয়। সন্ত্রাসকারীরা কম-বেশী সবখানেই সক্রিয়, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করতে বাধ্য হচ্ছেন।

কিন্তু এভাবে আর কতদিন চলবে এটাই প্রশ্ন। কারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাসী তৎপরতা ক্রমাগত চলতে থাকলে এদেশে উচ্চ শিক্ষার পথ চিরতরে রুদ্ধ হয়ে নবীন প্রজন্মকে অন্ধকারে ঠেলে দেয়া হবে। দেশের যে কোন মেডিক্যাল কলেজে পড়াশুনা বন্ধ হওয়া মানে কেবল উচ্চ শিক্ষিত চিকিৎসক তৈরীর পথ বন্ধ হওয়াই নয়- সেখানে যারা ভর্তি হয়েছে সেসব মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীর জীবনও ধ্বংস হওয়া। অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চাইতে মেডিক্যাল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং ও কৃষি কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্ব অনেক বেশী। তাই এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ বজায় রাখার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে বুঝাবার দরকার করে না। এ বিষয়ে সবাই একমত হবেন যে, দেশের মেডিক্যাল কলেজগুলোয় এবং প্রকৌশল ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে শান্তি-শৃংখলা ফিরিয়ে এনে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখা একটা জাতীয় কর্তব্য। এটা সরকারের বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের একার দায়িত্ব নয়- অন্যান্য রাজনৈতিক দল ও মহলেরও এ ব্যাপারে যথেষ্ট দায়িত্ব আছে। যেসব ছাত্র সংগঠনের মাঝে সংঘর্ষের কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোয় নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ায় বিঘ্ন ঘটেছে, সেসব সংগঠনের কর্মকর্তাদের দায়িত্ব আরো বেশী। কারণ তারা তাদের কর্মী ও সদস্যদের উচ্ছৃংখল আচরণ নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হয়েছেন বলেই বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে হানাহানি ও সহিংসতা বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজের ঘটনা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, দেশের প্রধান দু'টি ছাত্র সংগঠনের সদস্যদের মধ্যে অব্যাহত সহিংসতার কারণেই এ গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিকে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করতে কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয়েছেন।

অতএব, ছাত্র সংগঠনগুলোর নেতৃবৃন্দসহ সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলগুলোকেও এ সমস্যার দায়-দায়িত্ব নিতে হবে। এর সুষ্ঠু সমাধান খুঁজে বের করার জন্য আন্তরিক উদ্যোগও তাদেরকেই নিতে হবে। ছাত্র সংগঠনগুলো এবং তাদের মুরুব্বী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের উচিত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্যে ইতিবাচক পদক্ষেপ নেয়া। এ ব্যাপারে তারা সবাই দায়িত্ব পালনে ব্রতী হয়েছেন এটাই দেশবাসী দেখতে চায়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে রাজনৈতিক দলগুলো পরস্পরের সাথে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে ধরবেন এটা আমরা আশা করতে পারি কি?